শুক্রবার ২ জ্যৈষ্ঠ ১৪১৫, ১৬ মে ২০০৮ সমকাল

কর্মসংস্থান

চাকরিতে জেলা কোটা বহাল থাকুক

এম আজিজুর রহমান

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রধান উদ্দেশ্য হলো জাতীয় আয়-উন্নতি ও প্রবৃদ্ধি বাড়ানো এবং আয়ের সুষম বণ্টনের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন করা। এর জন্য বেকার সমস্যা দূরীকরণ ও দ্রব্যমূল্যে স্থিতিস্থাপকতা আনয়ন বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কর্মসংস্থান সৃষ্টি, বর্ধিতকরণ ও আয়ের সুষম বণ্টনের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন এবং নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতার আওতায় রেখে মানুষের জীবনের দুর্দশা লাঘব করা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। জনাধিক্য সমস্যা ও দারিদ্র্য- এ দ্বিবিধ সমস্যায় জর্জরিত বাংলাদেশ। তাই বাংলাদেশের উন্নয়ন ঘটাতে হলে দারিদ্র্য বিমোচনকে প্রাধান্য দেওয়া ছাড়া কোনো উপায় নেই। বর্তমানে বাংলাদেশে দারিদ্র্য বিমোচনের যেসব কর্মসূচি রয়েছে তার মধ্যে চাকরিতে জেলা কোটা অন্যতম। এ কোটা বিলোপ সাধন করা হলে তা দারিদ্র্য বিমোচনে বুমেরাং হিসেবে আবির্ভূত হতে পারে। স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশ প্রায় তিন যুগ অতিক্রম করেছে। স্বাধীনতা-উত্তর সাড়ে সাত কোটি লোকের বাংলাদেশে প্রায় তিন কোটি লোক দরিদ্র ছিল। বর্তমানে তা ছয় থেকে সাত কোটিতে দাঁড়িয়েছে। অর্থাৎ ৩৬ বছরে জনসংখ্যা প্রায় দ্বিগুণ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দারিদ্র্যপীড়িত জনসংখ্যাও প্রায় দ্বিগুণ বেড়েছে। এই ছয় থেকে সাত কোটি দারিদ্র্যপীড়িত মানুষের অন্তত তিন ভাগের এক ভাগ লোকের জন্য রেশনব্যবস্থা চালু করা জরুরি হয়ে পড়েছে, যা বাংলাদেশের জন্য বর্তমানে একটি কষ্টসাধ্য পরিকল্পনা। বাংলাদেশের ৬৪টি জেলার অর্থনৈতিক অবস্থা এক রকম নয়। জনসংখ্যার ভিত্তিতে বর্তমানে চাকরিতে যে ১০ শতাংশ জেলা কোটা প্রচলিত আছে তা নিয়ে উত্তরাঞ্চলসহ দেশের ব্যাপক জনগোষ্ঠীর আঞ্চলিক অর্থনৈতিক বৈষম্য ও দারিদ্র্য বিমোচন সম্ভব হচ্ছে না। কারণ পদ্মা, যমুনা ও এর শাখা-প্রশাখা দ্বারা বিধৌত সমগ্র উত্তরাঞ্চলে নদীভাঙন ও বন্যাজনিত দুর্যোগে ফসলহানি নিত্যদিনকার ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। উত্তরাঞ্চলের রংপুর, কুড়িগ্রাম, নীলফামারী ও গাইবান্ধা এলাকায় খাদ্যের অভাব, কাজের অভাব, চাকরির অভাব, সর্বোপরি ক্রয়ক্ষমতার অভাবে মানুষ তিনবেলা ডাল-ভাতও জোগাড় করতে পারছে না। এ পরিস্থিতিতে বাংলাদেশ সরকার এ এলাকাগুলোকে মঙ্গাপীড়িত এলাকা হিসেবে ঘোষণা দিয়ে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে দারিদ্র্য বিমোচনের বিভিন্ন কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। তা সত্ত্বেও এসব এলাকার অর্থনৈতিক উন্নয়ন আশানুরূপ হচ্ছে না। আবার পদ্মা বিধৌত রাজবাড়ী, মাদারীপুর, শরীয়তপুরসহ গোটা ফরিদপুরের বেশিরভাগ মানুষই দরিদ্র। যমুনা ও ব্রহ্মপুত্র বিধৌত বৃহত্তর ময়মনসিংহসহ বাংলাদেশের সিংহভাগ জেলার দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য জেলা কোটা বহাল রেখে এর সঙ্গে আরো বিভিন্ন উন্নয়ন পরিকল্পনা হাতে নেওয়া জরুরি। সম্প্রতি পত্রপত্রিকায় দেখা গেল, সরকারি চাকরিতে নিয়োগের ক্ষেত্রে জেলা কোটা বিলোপের পক্ষে কেউ কেউ অভিমত ব্যক্ত করেছেন। বাংলাদেশের ৬৪টি জেলার মধ্যে বরিশাল, নোয়াখালী, কুমিল্লা ও চাঁদপুর- এই চারটি জেলা দক্ষতার ভিত্তিতে চাকরি ক্ষেত্রে এগিয়ে আছে। এছাড়া স্বল্পোন্নত ও মাঝারি আয়ের জেলা হচ্ছে- কুষ্টিয়া, যশোর ও খুলনা। তুলনামূলকভাবে এসব জেলায় প্রাকৃতিক দুর্যোগে ফসলহানি কম হয় বিধায় অর্থনৈতিকভাবে এসব জেলা অনেকটা অগ্রসর। অন্যদিকে বৃহত্তর সিলেট ও চট্টগ্রামের বেশিরভাগ লোক তুলনামূলকভাবে সচ্ছল, ব্যবসায়ী ও বিদেশগামী। তাই যশোর, কুষ্টিয়া, খুলনা, বৃহত্তর সিলেট ও বৃহত্তর চট্টগ্রাম জেলা কোটা বিলোপের ফলে খুব বেশি ক্ষতির সম্মুখীন না হলেও বৃহত্তর উত্তরাঞ্চল, বৃহত্তর ময়মনসিংহ ও বৃহত্তর ফরিদপুর জেলার দারিদ্র্য বিমোচন কঠিন হয়ে পড়বে। অতএব দেখা যাচ্ছে, জেলা কোটার বিলোপ সাধন করা হলে শুধু বরিশাল, নোয়াখালী, চাঁদপুর ও কুমিল্লা- এই চারটি জেলা উপকৃত হবে এবং অন্য জেলাগুলো বঞ্চিত হবে। দেশের সিংহভাগ জেলাকে বঞ্চিত করে শুধু বরিশাল, নোয়াখালী, কুমিল্লা, চাঁদপুর যা সুবিধা লাভ হবে তা দেশের সার্বিক উন্নয়নের জন্য মঙ্গলজনক নয়। দারিদ্র্য বিমোচনের সর্বোত্তম পন্থা হলো আয় ও কর্মসংস্থানের সুষম বণ্টন। মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোর মাথাপিছু আয় বেশি হওয়া সত্ত্বেও আয়ের সুষম বণ্টন না থাকায় সেই দেশগুলোকে উন্নত দেশ বলা যায় না। তাই চাকরিতে জেলা কোটা বিলোপ করার উদ্যোগ ফলপ্রসূ হলে দারিদ্র্য বিমোচনের সর্বোত্তম পন্থাটি একেবারেই অকেজো হয়ে পড়বে। চাকরি থেকে জেলা কোটা বিলোপ আঞ্চলিক বৈষম্য দূরীকরণ ও দারিদ্র্য বিমোচনে অশুভ অন্তরায় সৃষ্টি করবে। আমরা জানি বাংলাদেশে দরিদ্র লোকের সংখ্যা বেশি এবং সরকারের ট্যাক্স আদায় থেকে উপার্জন আশানুরূপ নয়। সরকার ইচ্ছা করলেই দারিদ্র্য বিমোচনের অনেক কল্যাণমুখী কার্যক্রম হাতে নিয়ে সফলতা অর্জন করতে পারবে না। তাই কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও এর পরিবর্ধন করে কর্মসংস্থান ও আয়ের সুষম বণ্টনের ব্যবস্থা করতে হবে। এজন্য জেলা কোটা বহাল রাখা খুবই জরুরি।

■ লেখক : ভাইস চ্যান্সেলর, উত্তরা ইউনিভার্সিটি